আবিষ্কার গাইড - ১৯

নরক কি এবং কোথায় ?

এক ছাত্র স্কুলের মধ্যে তার সহ পাঠীদের উপর গুলিবর্ষণ করে সকলকে স্তম্ভিত করে । কর্মচুত্য এক কর্মচারী অসন্তুষ্ট হয়ে তার ঊর্দ্ধ কর্তৃপক্ষকে গুলি কারে মারে। এক মা তার দুই বাচ্চাকে গাড়ির ভিতর তালাবদ্ধ করে সেই গাড়িকে লেকের জলে ঠেলে দিয়ে আপন সন্তানদের ডুবিয়ে মারে ।

কমপক্ষে দুটি মহাদেশে ধর্মীয় সংঘাতে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । শত শত বছর আগেকার গোষ্ঠীদ্বন্দের কারণেই জাতিগত দাঙ্গার সুত্রপাত। পুরুষ , নারী , শিশু কার ও হত্যা , আঘাত , প্রহার , এবং ধর্ষণের হাত থেকে নিস্তার নাই।

এই বর্বরোচিত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদন্ড দেওয়ার প্রকৃতি নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলে । মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে যারা তারা জোর গলায় বলেন যে এ বিধি আমানবিক এবং অনৈতিক ।

তারা বলেন এই হত্যাকারীরা মুক্তিলাভের আওতায় বাইরে কি না ?

দোষী দন্ডপ্রাপ্তদের কিভাবে মৃত্যুদন্ড দেওয়াটা প্রকৃত মানবিক - বৈদ্যুতিক চেয়ার ? কেউ মনে করেন কোন তীব্র ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশন কম যন্ত্রণাদায়ক , কেউ আবার বলেন ফাঁসি দিলেই মৃত্যুটা সহজে আসে ।

কিন্তু এই সমস্ত আবেগের বশবর্তী হয়েও এক জনও বলেন না যে এমন নির্মম খুনীকে যাতনা দিয়ে দিয়ে বা দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারা উচিত ।

অথচ অনেক নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টবিশ্বাসী কল্পনা করেন, আমাদের স্বর্গীয় পিতা এর চেয়ে ভয়ানকভাবে দন্ড বিধান করবেন । তারা বলেন দুষ্টগণ পাপের জন্য প্রতিনিয়ত যন্ত্রনা ভোগ করবে । তার চেয়ে বড় কথা হল তারা ঈশ্বরের শাস্তিদানের জায়গাটাকে একটি অনন্তকাল যাতনাভোগে স্থান হিসাবে বিবেচনা করন । তাহলে পাপীদের কি কোন নিস্তার নাই তাদের ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস কিভাবে ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে ? আসুন, বাইবেল কি বলে দেখা যাক ।

১) যীশুর নিদারুন হৃদয় - বিদারণ

ঈশ্বর ৬০০০ বছর ধরে মানুষকে মন পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করে আসছেন :

‘‘প্রভু সদাপ্রভু কহেন , আমার জীবনের দিব্য , দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই ; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে ইহাতেই আমার সন্তোষ ’’। যিহিস্কেল ৩৩ : ১১

ঈশ্বর পতিত মানবজাতির জন্য কত চিহ্নিত তা ক্রুশের মাধ্যমে স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে । খ্রীষ্ট যখন ক্রুশের উপর আর্তনাদ করেন , ‘‘পিত ঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে , তাহা জানে না ,’’ (লুক ২৩ : ৩৪) তিনি তাঁর ব্যথিত হৃদয় শূন্য করে দেন । অনেকে বলেন অত:পর তিনি ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ সমর্পণ করেন (যোহন ১৯:৩০, ৩৪) । কিন্তু তাঁর দিব্য প্রেমের বিবরণ দেখেও কি জানি কেন অনেক ব্যক্তি প্রভুর থেকে বিমুখ থাকেন । যতদিন পাপ জগৎকে শাসন করবে, ততদিন দুর্দশা বাড়তেই থাকবে । সুতরাং পাপের বিনাশ করতেই হবে। কিভাবে ঈশ্বর পাপের অবসান ঘটাবেন ?

‘‘প্রভুর দিন আসিবে। .... তখন আকাশমন্ডল হু হু শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে , এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে ।’’ - ২ পিতর ৩ ঃ ১০

অবশেষে ঈশ্বর জগৎকে পাপমুক্ত করে পাপের অবসান ঘটাবেন। যারা গোঁয়ার্তুমি করে পাপকে আঁকড়ে থাকবে তাদেরকে শয়তান , তার দূতগণ ও দুষ্টদের জন্য প্রস্তুত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ভস্মীভুত করেবেন তিনি । যাদের মুক্তির জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন,তাদের আগুনে পুড়তে দেখে যীশুর বুক ফেটে যাবে না ?

২) কোথায় এবং কখন নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে ?

কিছু প্রচলিত ধারণার বশবর্তী না হলে, মৃত্যুর পর পাপীরা নরক নামে কোনপ্রকার জ্বলনন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে না । পৃথিবী অগ্নিহ্রদে পরিণত হওয়াটাই ’’ । ১০০০ বছরের শেষে শেষবিচার দন্ড ঘোষণার পরেই ঈশ্বর এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবেন (প্রকা ২০: ৯ - ১৫)

‘‘ প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্মিক দিগকে দন্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে জানেন ’’ - ২ পিতর ২ : ৯

তিনি বিশুদ্ধকারী অগ্নিতে এই জগৎকে শুচীকৃত করবেন ।

‘‘ এই বর্তমান কালের আকাশমন্ডল ও পৃথিবী অগ্নির নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে , ভক্তিহীন মানুষদের বিচার ও বিনাশের দিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে ’’
-- ২ পিতর ৩:৭

মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারার কোনপ্রকার ইচ্ছাই ঈশ্বরের নাই কিন্তু মানুষ শয়তানের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে অপকর্মে লিপ্ত থাকলে তারা তো তাদের মনোনয়নের ফল ভোগ করবেই ।

‘‘পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন , ওহে শাপগ্রস্থ সকল, আমার নিকট হইতে দুর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও । ’’ -- মথি ২৫ : ৪১

যীশুর শিক্ষায় , কখন নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে ?

‘‘ অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তেমনি যুগান্তে হইবে। মনুষ্য পুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মচারীদিগকে সংগ্রহ করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া দিবেন ; সেই স্থানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হইবে।’’ -- মথি ১৩ : ৪০ - ৪২

আগাছা , দুষ্কর্মকারীগণ , পৃথিবীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অগ্নিস্যাৎ হবে না। মহারণের মধ্যে শয়তান বিশ্বভুবনে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ নয় , কিন্তু বিচাররায় ঘোষণার সময় সারা বিশ্ব স্বীকার করবে যে মানুষের সঙ্গে আচরণে ঈশ্বরের কোন প্রকার ত্রুটি নাই । তিনি নির্মল এবং ন্যায়নিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি।

স্বর্গের নথিপুস্তক খোলার পর, মহানাটকের কূশীলবদের চরিত্র প্রকট হয়ে যাবে । ঈশ্বর শয়তান , মৃত্যু , কবর এবং যাদের নাম জীবন পুস্তকে নাই তাদের একত্রে অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করিবেন (প্রকা ২০:১৪-১৫) । পরের পদ অনুসারে, ঈশ্বর তখন ‘‘এক নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী ’’ সৃষ্টি করবেন ।

৩) নরকাগ্নি কতক্ষণ প্রজ্বলিত থাকবে ?

অনেক বিশ্বাসী মনে করেন, নরকাগ্নি চিরকাল প্রজ্জ্বলিত থেকে চিরন্তন শাস্তি প্রদান করতে থাকবে । পাপ এবং পাপীদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত শাস্ত্রবাক্যটিতে অবধান করুন :

‘‘ যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না , তাহাদিগকে সমুচিত দন্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্ত কালস্থায়ী বিনাশরূপ দন্ড ভোগ করিবে । ’’ - ২ থিষল ১ : ৮-৯

লক্ষ্য করবেন যে, ‘‘চিরন্তন বিনাশ’’ আর চিরন্তন নির্যাতন , একই ব্যাপ্যর নয় । সহজ কথায় , এই বিনাশ চিরস্থায়ী । পিতার বিচারের দিন এবং ‘‘দুরাচারীদের বিনাশ’’ সম্পর্কে বলেছেন (২ পিতর ৩ : ৭)

যীশুর কথায় , ‘‘শরীর ও আত্মা ’’ নরকাগ্নিতে বিনাশশীল (মথি ১০ : ২৮) । পর্বতে দত্ত উপদেশে প্রভু সংকীর্ণ পথের কথা উল্লেখ করেছেন , এই পথ জীবনের পথ , আর মরণের রাস্তা প্রশস্ত (মথি ৭ ঃ ১৩, ১৪)। যোহন ৩ঃ১৬ পদ অনুসারে , ঈশ্বর ‘‘তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন ’’। যেন যারা বিশ্বাস করে তারা বিনষ্ট না হয় এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয় । যীশু দুটি পরিণতির কথা বলেছেন অনন্ত জীবন এবং বিনাশ - অনন্ত কাল ধরে দহন দগ্ধন নয় । আমরা উপসংহারে বলতে পারি, নরকের একটা শেষ আছে, নরক পাপীদের মৃত্যু ও চিরন্তন বিনাশ সাধন করে ।

সমগ্র শাস্ত্রে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, দুষ্টগণ বিনষ্ট হবে। ‘‘দুষ্টগণ উচ্ছিন্ন হবে ’’ (গীত ৩৭:২৮) তারা ‘‘বিনষ্ট হবে’’ (২ পিতর ২:১২০) ‘‘তারা ধূমের ন্যায় বিলীত হবে’’ (গীত ৩৭ঃ২০)অগ্নি তাদের ভষ্মে পরিণত করবে (মালাথি ৪:১-৩) ‘‘পাপের বেতন মৃত্যু ’’, নরকাগ্নিতে অনন্ত জীবন নয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চিরস্থায়ী (রোমীয় ৬ : ২৩)।

মহাবিচারের উদ্দেশ্য হল বিশ্বকে পাপমুক্ত করা, পাপকে চিরস্থায়ী করে টিকিয়ে রাখা নয় । অপকর্মকারী যিরূশালেমের পরিণাম চিন্তা করে যে খ্রীষ্ট ক্রন্দন করেছিলেন এবং যারা তাঁকে ক্রশবিদ্ধ করেছিলেন তাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন , সেই খ্রীষ্টের পক্ষে অনন্তকাল ধরে পাপীদের যন্ত্রনা দেখাটা কি অত্যন্ত দুর্বিষহ নয় ?

নরকের অবশ্যই অন্ত আছে । ১,০০০ বছরের শেষে ঈশ্বর আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করে শয়তান , তার দলবল এবং গোঁয়ার পাপীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন । ‘‘অগ্নি’’ ‘‘অকাশ’’ থেকে নেমে তাদের ভস্মসাৎ করে দেবে ।

যীশুর কথামত , এই অগ্নি ‘‘অনির্বাণ’’ (মথি ৩:১২) । সম্পূর্ণ বিনাশ না করা পর্যন্ত এই আগুনকে কোন দমকল বাহিনী নির্বাপণ করতে সক্ষম নয় ।

ঈশ্বর অঙ্গীকার করেছেন , এই শুচীকরণকারী অগ্নি থেকে তিনি সৃষ্টি করবেন এক ‘‘নূতন পৃথিবী ।’’ এই নবনির্মিত জগতে থাকবে না কোন জ্বালা - যন্ত্রনা এবং শোনা যাবে না কোন ক্রন্দন রোল ’’ - (যিশাইয় ৬৫: ১৬-১৯)। বেদনাহীন সেই দিনগুলি হবে কতই না সুন্দর !

৪) শাস্ত্রে ‘‘ চিরস্থায়ী ’’ শব্দ

মথি ২৫ঃ৪১ পদে যীশু উল্লেখ করেছেন , ‘‘ যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে ।’’ এখানে ‘‘ মানে কি চিরস্থায়ী নরকাগ্নি ? যিহুদা ৭ পদে বলা হয়েছে সদোম এবং ঘমোরা, &হয়ষঢ়;অনন্ত অগ্নির দন্ড ভোগ করত : দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। ’’ স্পষ্টতই ঐ নগরদুটি এখন পর্যন্ত প্রজ্বলিত নাই । পরিণাম অনুসারে অগ্নিটি অনির্বাণ, কারণ ধ্বংসটি চিরস্থায়ী ।

২ পিতর ২:৬ পদে আমরা আবার অনন্ত অগ্নির পরিচয় পাই । কিন্তু এই শাস্ত্রবাক্যটি ও পরিষ্কার উল্লেখ করে ঈশ্বর , ‘‘ সদোম ও ঘমোরা নগর ভস্মীভূত করিয়া উৎপাটনের দন্ড দিলেন , যাহার ভক্তিহীন আচরণ করিবে, তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ করিলেন ।’’ ভক্তিহীন সদোম ও ঘমোর এখন আর যন্ত্রনা ভোগ করছে না, তারা বহু পূর্বেই ভস্মে পরিণত হয়েছে কিন্তু যে আগুন এদের ভস্ম করেছিল তা ছিল চিরস্থায়ী শাস্তি , চিরকালীন দন্ডভোগ নয় ।

প্রকাশিত বাক্যে সুস্পষ্ট প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করার দরুন অনেক শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ , প্রকাশিত ১৪ : ১১ পদ দুষ্টদের সম্পর্কে বলে,‘‘তাহাদের যতনার ধুম যুগ পর্য্যায়ের যুগে যুগে উঠে ’’। - এই কথাটা শুনে মনে হয় চিরদিন যাতনা ভোগ করতে হবে । কিন্তু শাস্ত্রকেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে দিন ।

যাত্রা পুস্তক ২১:৬ পদে যে দাসের কর্ণবিদ্ধ করা হত সে প্রভুর ‘‘চিরকাল ’’ দাস হয়ে থাকত। এই চিহ্নের মাধ্যমে দাসটির জীবদ্দশার কথা বলা হয়েছে । যোনা ভাববাদী মাত্র তিন দিন এবং তিনি রাত বৃহৎ মৎস্যের উদরে থেকে ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি সেখানে ‘‘ চিরতরে ’’ বদ্ধ ছিলেন (যোনা ২ :৬ এবং মথি ১২:৪০) । নিঃসন্দেহে গভীর অন্ধকারে তিন দিনকেই মনে হয় চিরদিন ।

সুতরাং শাস্ত্রের প্রতীকী এবং কাব্যিক ভাষার দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অগ্নি হ্রদ থেকে ধূম নির্গমণ অনন্ত বিনাশের সুস্পষ্ট নির্দশন । প্রকা ২১ : ৮ পদে পরিস্কার বলে হয়েছে যে অগ্নি ও গন্ধকে ভস্মীভূত হ ওয়াটা হল ‘‘দ্বিতীয় মৃত্যু ’’ নরকাগ্নির শেষ রয়েছে । দুষ্টগণ ভস্মসাৎ অর্থাৎ বিনস্ট হবে চিরকালের জন্য ।

৫) নরকের আবশ্যকতা কেন ?

আদিতে ঈশ্বর নিখুঁত জগতের সৃষ্টি করেছিলেন । কিন্তু পাপের অনুপ্রবেশ এখানে ধ্বংস, বিনাশ ও অবক্ষয়ের সূচনা করে । যদি কোন দিন রাতে বাড়ি ফিরে আপনি আপনার বাড়িটি জলসিক্ত ও বিধ্বস্ত দেখেন , তাহলে কি আপনি বাড়িঘর ত্যাগ করে চিরদিনের মতো অন্যত্র চলে যাবেন ? অবশ্যই না ।আপনি নোংরা আবর্জনাগুলি পরিস্কার করে , আদ্যোপান্ত বাসস্থানটি পরিপাটি করে সাজাবেন । নোংরাগুলি আপনি বাইরে ফেলে দেবেন । ঈশ্বর ও ঐ একই কাজ সম্পাদন করবেন । ময়লা আবর্জনা ও পাপের দূষণ মুছে দিয়ে তিনি সৃষ্টি করবেন এক নতুন বাসস্থান । এই জগৎকে আগ্নিতে শোধন করার উদ্দেশ্য হল মুক্তিপ্রাপ্তগণ যেন নিস্পাপ জগতে সুখের আবাস গড়ে তুলতে পারেন ।

কিন্তু এতে ঈশ্বরের এক বিরাট সমস্যা রয়েছে, পাপ কেবল ভৌত জগৎকে নয় , মানুষের মনকে পর্যন্ত বিষাক্ত করে তুলেছে । তাঁর সঙ্গে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে পাপ আঘাত হেনেছে । মানবজীবন শিশুদূষণ , ব্যাভিচার, সন্ত্রাস , পর্নোগ্রাফি এবং আরো বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত । মানুষের বিনাশক পাপের বিনাশ এক দিন ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাধন করবেন । ঈশ্বরের উভয় সংকটটি একরকম : পাপের এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসকে তিনি কি ভাবে বিনষ্ট করবেন , আক্রান্ত ব্যাক্তিদের কোন প্রকার হানি না ঘটিয়ে ! তিনি সমাধান করেছেন আমাদের এই ভাইরাসকে আপন শরীরে ধারণ করে। পাপের ক্যানসারকে স্বদেহে সরিয়ে তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন । ফলত :

‘‘ যদি আমরা আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক , সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন ।’’ -১ যোহন ১ : ৯

ঈশ্বর পাপ সমস্যার সমাধান প্রত্যেককে প্রদান করেন বিনামূল্যে কিন্তু দু:খজনক ঘটনা হল , অনেকে পাপব্যাধিতে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। ঈশ্বর মানুষকে অনন্ত জীবন নির্বাচন করতে বলপ্রয়োগ করেন না । যারা নিরাময় প্রত্যাখ্যান করে তারা পাপে সংক্রমিত থেকে যায় । এই কারণে নরকের আবশ্যকতা ঃ

''কারণ আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দিতে না, আমি কথা কহিলে শুনিতে না ; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতে এবং যাহাতে আমার প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিতে । '' -- যিশাইয় ৬৫ ঃ ১২

নিজেদের অভিরুচির মাধ্যমে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুষ্টগণ উপলব্ধি করবে যে অনন্ত বিনাশই তাদের একমাত্র বিকল্প ।

৬) হারিয়ে যাওয়ার জন্য কি মূল্য দিতে হবে ?

শাস্ত্র যদিও শিক্ষা দেয় নরক অনন্ত যন্ত্রণাভোগের স্থান নয়, তথাপি হারিয়ে যাওয়ার চরম যন্ত্রণার আভাস এখানে পাওয়া যায় । দুষ্টগণ হারাতে চলেছে অনন্তকালীন জীবন । তাদের হাত থেকে দিব্য অনন্ত জীবন ফসকে যাওয়ায় বেদনা কতই না সংঘাতিক । যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে তারা চিরতরে বঞ্চিত হবে ।

জগতের পাপ মাথায় নিয়ে খ্রীষ্ট যখন ক্রুশে বিদ্ধ ছিলেন , পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অনন্তকালীন বিনাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । দুষ্টগণ তাদের সামনের নি:সীম অন্ধকারে চিরন্তন বিনাশ ব্যতীত কিছুই দেখতে পায় না । দ্বিতীয় পুনরুত্থানের কোন প্রত্যাশা ছাড়াই তারা বিনষ্ট হয়ে যাবে। একই সঙ্গে তারা বুঝতে পারবে কতবারই না তারা প্রেমময় খ্রীষ্টের আহ্বানকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে । অবশেষে তারা নতজানু হয়ে ঈশ্বরের অনবদ্য প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতা স্বীকার করবে (ফিলি ২ : ১০, ১১)।

''আমরা নিবেদন ও করিতেছি , তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা গ্রহন করিও না । কেননা তিনি কহেন , আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিলাম এবং পরিত্রেণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম । দেখ এখন সুপ্রসন্নতার সময় ; দেখ এখন পরিত্রাণের দিবস '' । ২ করি ৬ : ১ - ২

যীশুর অমূল্য বলিদানকে গ্রাহ্য করে আপনি কি অনন্ত জীবনের পথ আবিস্কার করেছেন ? তা নাহলে , আজই কেন আপনি নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন না ?